ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

গত চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতি বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি, ভূরাজনৈতিক সংঘাত এবং চরম আবহাওয়ার মতো ঘটনাগুলো সরবরাহ শৃঙ্খলকে ব্যাহত করেছে, জ্বালানি ও খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছে এবং সরকার জনগণ ও কর্মসংস্থান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী, বিশ্বে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালে ৫.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে এবং ২০২৪ সালে এই পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০২৫ সালে আরও বেড়ে ৩.৪ শতাংশ হতে পারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিক ভারসাম্যের ঘাটতির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (গ্রস) ২০২৪ সালের জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ২৬,৮১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৩১,২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রিজার্ভের এই পরিমাণ দিয়ে দেশের ৪.৮ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। একই সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে ১১.৬৫ শতাংশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। পাশাপাশি সরকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সার্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, আঞ্চলিক একত্রীকরণ চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগগুলি স্বল্পমেয়াদি সমন্বয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ সেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগগুলি দীর্ঘমেয়াদি ধরনের এবং ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে লক্ষ্য রেখে নেয়া হয়েছে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ধারা

গত চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি, ভূরাজনৈতিক সংঘাত এবং চরম আবহাওয়ার মতো ঘটনা সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত করেছে, জ্বালানি ও খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছে এবং সরকার জনগণ ও কর্মসংস্থান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও বিশ্ব অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে, কিন্তু সব জায়গায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সমানভাবে হয়নি। উন্নত অর্থনীতিগুলো মূলত মহামারির আগের অবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতির হারে ফিরে এসেছে, তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশ এখনও ধীর প্রবৃদ্ধি ও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সাথে সংগ্রাম করছে।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৈশ্বিক জিডিপির অংশ হিসেবে স্থিতিশীল রয়েছে। তবে, বাণিজ্যের ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে, রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লেনদেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূরবর্তী ভূরাজনৈতিক ব্লকগুলোর মধ্যে নতুন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্যের প্রবাহকে প্রভাবিত করছে, যদিও সামগ্রিকভাবে বাণিজ্য ও জিডিপির অনুপাত স্থির থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী, বিশ্বে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২২ সালে ৫.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে এবং ২০২৪ সালে এই পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০২৫ সালে আরও বেড়ে ৩.৪ শতাংশ হতে পারে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রে, ২০২৪ সালে বাণিজ্যের পরিমাণ ২.৫ শতাংশ এবং পরবর্তীতে ২০২৫ সালে ২.৭ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য, বাণিজ্যের এই প্রবৃদ্ধি ২০২৪ এবং ২০২৫ উভয় সালেই ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৫.৭	০.৮	৩.১	৩.৪
উন্নত অর্থনীতি	৫.৭	১.০	২.৫	২.৭
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৬	০.৬	৪.৬	৪.৬

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২৪, আইএমএফ

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪৪,৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০২২-২৩ এর (৪৬,৪৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে কৃষি পণ্য, চামড়া, পেট্রোলিয়াম উপজাত, রাসয়নিক পণ্য, জুতা এবং হস্তশিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক (ওভেন) ও নিটওয়্যার খাতের সম্মিলিত অবদান হচ্ছে ৮১.২৩ শতাংশ। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চা (১০০%) এবং অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যের (৩০%) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়, শতকরা অংশ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.২: পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

গ্রুপ ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয়				মোট রপ্তানির শতকরা হার		রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	(%)
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১৬৪৩**	**১৯১১**	**১৪৬২**	**১৫০৩**	**৩.১৪**	**৩.৩৮**	**২.৮০**
১। কাঁচাপাট	১৩৮	২১৬	২০৪	১৬১	০.৪৪	০.৩৬	-২১.০৮
২। চা	৪	২	২	৪	০.০০	০.০১	১০০.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৭৭	৫৩৩	৪২৫	৩৭৭	০.৯১	০.৮৫	-১১.২৯
৪। কৃষিজাত পণ্য	৫৩২	৫০২	৭২১	৮১৮	১.৫৫	১.৮৪	১৩.৪৫
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৪৯২	৬৫৮	১১০	১৪৩	০.২৪	০.৩২	৩০.০০
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৩৭১১৫**	**৫০১৭২**	**৪৫০৩৩**	**৪২৯৭২**	**৯৬.৮৬**	**৯৬.৬২**	**-৪.৫৮**
৬। পাটজাত পণ্য	১০২৩	৯১১	৭৭৬	৭৬৪	১.৬৭	১.৭২	-১.৫৫
৭। চামড়া	১১৯	১৫১	১২৫	১৪৩	০.২৭	০.৩২	১৪.৪০
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	২৩	৩৪	১৮	২১	০.০৪	০.০৫	১৬.৬৭
৯। তৈরি পোশাক (ওভেন)	১৪৪৯৭	১৯৩৯৯	১৭৮১৮	১৬৮৬২	৩৮.৩২	৩৭.৯১	-৫.৩৭
১০। নিটওয়্যার	১৬৯৬০	২৩২১৪	২০৩৫৮	১৯২৬৮	৪৩.৭৯	৪৩.৩২	-৫.৩৫
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	২৮১	৩৬৪	৩০৩	৩৫০	০.৬৫	০.৭৯	১৫.৫১
১২। জুতা	৩৪৪	৪৪৯	৩৮৫	৪১৭	০.৮৩	০.৯৪	৮.৩১
১৩। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	৩৪	৪৩	৩০	৩৫	০.০৬	০.০৮	১৬.৬৭
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য	৫২৯	৭৯৬	৫১২	৫০৮	১.১০	১.১৪	-০.৭৮
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৩৩০৫	৪৮১১	৪৭০৮	৪৬০৪	১০.১৩	১০.৩৫	-২.২১
মোট রপ্তানি (ক+খ)	**৩৮৭৫৮**	**৫২০৮৩**	**৪৬৪৯৫**	**৪৪৪৭৫**	**১০০**	**১০০**	**-৪.৩৪**

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত # কাস্টমসভিত্তিক

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে যথাক্রমে ৭,৫৯২.৬০ মিলিয়ন, ৪,৮৪৮.০০ মিলিয়ন এবং ৪,৪৮০.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৭.০৭ শতাংশ, ১০.৯০ শতাংশ এবং ১০.০৭ শতাংশ। এই তিন দেশে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলো- তৈরি পোশাক (ওভেন), নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া, গৃহস্থালি বস্ত্র ইত্যাদি। দেশভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স (৫.১৩%) ও নেদারল্যান্ড (৪.৩৪%)। দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৩৯৮৯.১২	৫৮৯০.৭২	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯০	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৩৭	১১১৮.৭২	১১৩১.৯০	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৪১৬৯.৩১	৬১৭৩.১৬	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮০	১৩৬৫.৭৪	১৪৫২৪.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০	৫৮৩২.৩৯	৩৪৫৩.৮৮	৫০৯৯.১৯	১৭০৩.৫৮	৭২৩.৪৩	১২৮২.৮১	১০৯৮.৬৮	১০০০.৪৯	১২০০.৭৮	১২২৭৮.৮৬	৩৩৬৭৪.০৯
২০২০-২১	৬৯৭৪.০১	৩৭৫১.২৭	৫৯৫৩.৫১	১৯৬২.১৪	৭০৪.৯৮	১৩০৮.৬২	১২৭৭.৪৪	১১৬৪.০১	১১৮৩.৬৪	১৪৪৭৮.৬৯	৩৮৭৫৮.৩১
২০২১-২২	১০৪১৭.৭	৪৮২৮.০৮	৭৫৯০.৯৭	২৭১১.০৬	৯০০.০৩	১৭০২.২৯	১৭৭৫.০১	১৫২২.৯৬	১৩৫৩.৮৫	১৯২৮০.৬৯	৫২০৮২.৬৬
২০২২-২৩	৮৫৩৫.৫০	৪৪৩৪.১০	৫৬০৪.৯০	২৬৪৩.৮০	৭৯৫.৫০	১৭৮৮.৭০	১৭৯৮.৫০	১৪৬৮.৪০	১৪৫৫.৬০	১৭৯৬৯.৫০	৪৬৪৯৪.৬০
২০২৩-২৪	৭৫৯২.৬০	৪৪৮০.৪০	৪৮৪৮.০০	২২৭৯.৪০	৬৫৬.৮০	১৫৯৪.৬০	১৯৩২.২০	১৩১৩.০০	১৩১৪.৮০	১৮৪৬৩.১০	৪৪৪৭৪.৯০
শতকরা হার (২০২৩-২৪)	১৭.০৭	১০.০৭	১০.৯০	৫.১৩	১.৪৮	৩.৫৯	৪.৩৪	২.৯৫	২.৯৬	৪১.৫১	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬,৭২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয় ৭৫,০৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১১.১ শতাংশ কম।

২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৪: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৫৮৪৬	৬৫৪৮	৯৮৮৯	৯৬৯৫	৮৭৪১	৭৮০০
চাল	১১৫	২২	৮৫১	৪২৭	৫৭২	২৫
গম	১৪৩৭	১৬৫১	১৮৩০	২১৩৫	২০২৮	২০৩৩
তৈলবীজ	৭৯৬	১১৮৩	১৪০৬	১৭৫৮	১২৩৯	১১৮৮
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪১৬	৭৩১	২৬১৬	৯৩৬	৬২৮	৯৪৪
তুলা	৩০৮২	২৯৬১	৩১৮৬	৪৪৩৯	৪২৭৪	৩৬১০
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১২১৮৫	১১১৪৫	১৪১৭৯	২২৩৭৮	১৮৩৫৮	১৫৬২৭
ভোজ্য তৈল	১৬৫৬	১৬১৭	১৯২৬	২৮৯৩	২৮৯৩	২১৯৩
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৪৫৬২	৪৬২৭	৬৩৬৯	৭০৫৭	৫১৪৫	৫১৮৪
সার	১৩০১	১০৩৫	১৩৬০	৪৩৯১	৪৯১৩	২৬৯৮
ক্লিংকার	৯৯৩	৮৭৯	১০৪৮	১২২৩	১১৬৪	৯৩৯
স্টেপল ফাইবার	১২২৮	১০৮৬	১০৪০	১৫৬৯	১৪৪৮	১৩৯২
সূতা	২৪৪৫	১৯০১	২৪৩৬	৫২৪৫	২৭৯৫	৩২২১
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৫৪১৩	৩৫৮১	৩৮২৫	৫৪৬৩	৪৮৪৭	৩৪৮৩
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৩৬৪৭১	৩৩৫১১	৩৭৭০২	৫১৬২৬	৪৩১১৬	৩৯৮১৫
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	৫৯৯১৫	৫৪৭৮৫	৬৫৫৯৫	৮৯১৬২	৭৫০৬২	৬৬৭২৫
শতকরা পরিবর্তন* (%)	১.৮	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	-১৫.৮	-১১.১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত। নোট: *পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

পণ্য আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৮.৫৫ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪৭%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৪.৩২%)। সারণি ৬.৫ এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২১-২২	১৫১৭৯	২৪২৫৫	৩০৬৬	৩৪০২	৩৩৪	১৪৬৬	২০০৬	৩১৯৩	২৯৬৬	৩৩২৯৫	৮৯১৬২
২০২২-২৩	১০০২১	২১১২৫	২২২৪	২৫৭৪	২৭৩	১২১২	১৫৪৭	২৬০৪	২৪১৯	৩১০৬৩	৭৫০৬২
২০২৩-২৪	৮৯৮৯	১৯০৪৯	২১২৯	১৯৫২	২৫৫	৯৭৩	১০৮২	২৮৮৩	২২২৭	২৭১৮৬	৬৬৭২৫
শতকরা হার (২০২৩-২৪)	১৩.৪৭	২৮.৫৫	৩.১৯	২.৯৩	০.৩৮	১.৪৬	১.৬২	৪.৩২	৩.৩৪	৪০.৭৪	১০০.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

নোট: ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তের ভিত্তি ব্যাংকিং রেকর্ড এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ ভিত্তি শুল্ক বিভাগের রেকর্ড।

বাণিজ্য ভারসাম্য

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাণিজ্য ভারসাম্য লেখচিত্র-৬.১ এ দেখানো হলো। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ২২,৪৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এই ঘাটতি ছিল ২৭,৩৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য

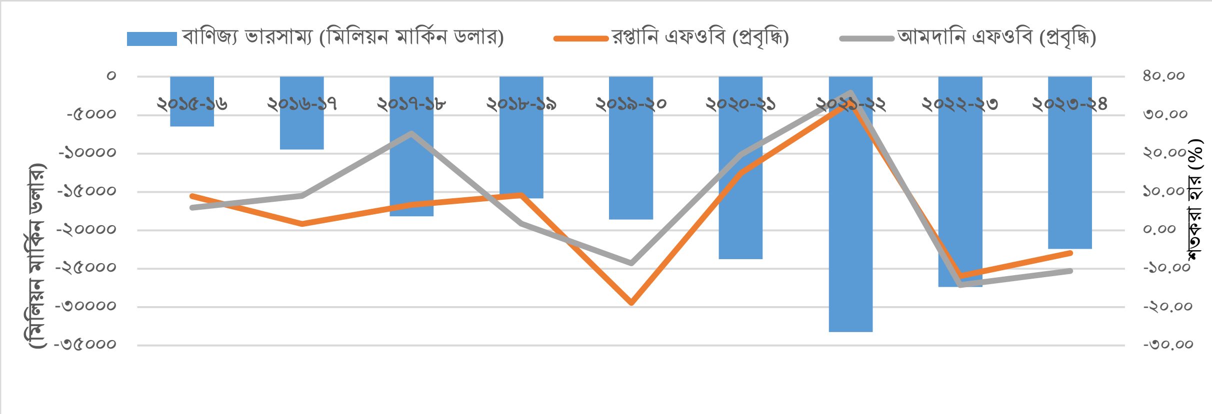

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সেবাখাতের বাণিজ্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবাখাতের বাণিজ্যে নিট ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ৬৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৩,৮০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরগুলেতে পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহ থেকে রপ্তানি আয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছে। তবে একইসাথে, পরিবহন, ভ্রমণ, অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহের আমদানিও বেড়েছে, যা এরূপ ঘাটতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। সেবাখাতের বাণিজ্য পরিস্থিতি সারণি ৬.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬ থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলোতে সেবাখাতের রপ্তানি থেকে প্রাপ্তির চেয়ে সেবাখাতে আমদানির জন্য বেশি ব্যয়ের কারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও ঘাটতির পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কমতে শুরু করেছিল। তবে, করোনা মহামারির কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে, যেমন ২০২০-২১ অর্থবছর এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৮০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। সেবাখাত থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করে আইসিটি ও সফটওয়্যার খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, সেবার গুণগত মানের উন্নয়ন এবং পর্যটন বিকাশকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সারণি ৬.৬: সেবাখাতের বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেবাসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪**
সেবা (নেট)	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০২০	-৩৯৫৫	-৩১৩১	-৩৮০৮

সেবাসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪**
মোট প্রাপ্তি	**৩৬২১**	**৪৫৪০**	**৭১৫৪**	**৬৭১৬**	**৭৪৩৯**	**৯৯২৫**	**৬৯৭১**	**৬২৮৯**
১. পরিবহন	৪৩৬	৫৮৯	৬৬৩	৫৭৩	৮৫৩	১৭৫৩	৯৭৩	৯৯৫
২. ভ্রমণ	২৯৩	৩৫১	৩৬৮	৩২০	২১৯	৩৫৬	৪৪৮	৪৪৭
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৫৬৯	৫৩৮	৫৫৭	৪৬৫	৪৩৭	৭৫৫	৬৬৫	৬৭২
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৫০৩	৫৯৪	৯৮৪	৮৮৪	৯২৩	১১৩১	১১৭৭	১১২২
৫. সরকারি সেবাসমূহ	১৫১৯	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪	২৬৩৫	২০৬৮	১৫৫১
৬. অন্যান্য	৩০১	৪৭২	১৭৬৫	১৫৮৫	২৩৩৩	৩২৯৫	১৬৪২	১৫০২
মোট পরিশোধ	**৬৯০৯**	**৮৭৪১**	**১০৩৩০**	**৯২৯৪**	**১০৪৫৯**	**১৩৮৮০**	**১০১০২**	**১০০৯৭**
১. পরিবহণ	৪৫০৫	৫৫২৯	৫৬৩৮	৫২৮৭	৬৩৬৪	৮৬২৯	৬০১৪	৫৮৫৭
২. ভ্রমণ	৫১৩	৮১৫	৮২৩	৭০০	৪২৩	১০১৮	১৫৯২	১৬৭২
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	১০৮	৭৮	৯২	১০৫	১০৪	১২৪	১৪২	১৫১
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৪৬৬	৯৯৫	৮৪৭	৭২৮	৬৪১	৮২১	৭৪২	৮১৯
৫. সরকারি সেবাসমূহ	২৩৬	৩২১	২১৭	২২৫	৫২৪	৩৮২	৩৩০	৩৪২
৬. অন্যান্য	১০৮১	১০০৩	২৭১৩	২২৪৯	২৪০৩	২৯০৬	১২৮২	১২৫৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *সংশোধিত **সাময়িক

প্রাথমিক আয় হিসাব

বিগত বছরগুলিতে প্রাথমিক আয় হিসাবে নেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ঘাটতি ৪,৮১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৩,৪০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মাধ্যমিক আয় হিসাব

সরকারিভাবে প্রদত্ত খাদ্য ও পণ্য সহায়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সহযোগিতা মাধ্যমিক আয় হিসাবের মূল উৎস। এছাড়া প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, অন্যান্য উপহার এবং অনুদান এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২,২৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নেট বৃদ্ধির ফলে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ২৪,৫৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২২,২৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাধ্যমিক আয় হিসাব মূলত বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। তারপর ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ নাগাদ রেমিট্যান্স প্রবাহে ১০.৭ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১,৬৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬,৫১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।

মূলধন এবং আর্থিক হিসাব

দেশীয় এবং অ-নিবাসীদের মধ্যে অ-উৎপাদিত, অ-আর্থিক সম্পদের স্থানান্তর এবং মূলধন সহায়তা থেকে উদ্ভূত মূলধন হিসাব যা বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে খুবই স্বল্প পরিমাণের। প্রধানত: সরকারি প্রকল্প অনুদান (কারিগরি সহায়তা ব্যতীত) আকারে কিছু মূলধন স্থানান্তরকে এই হিসাবের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট মূলধনের প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আর্থিক হিসাবে ৪,৫৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত উপরিলক্ষিত হয় যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৬,৮৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নেট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বছরের পর বছর অস্থিতিশীল ছিল এবং ২০২২-২৩ অর্থবছর ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এটির নেতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হয় , যা যথাক্রমে (-)৩০ মিলিয়ন ও (-)৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস এবং আর্থিক হিসাবের নিম্ন উদ্বৃত্তের ফলে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের (BoP) ঘাটতি কমেছে। এর ফলে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্বিক ভারসাম্যে ৪,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি দেখা গেছে, যেখানে আগের অর্থবছরে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৮,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য সারণি-৬.৭ এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩**	২০২৩-২৪***
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৯৪৭২	-১৮১৭৮	-১৫৮৩৫	-১৮৫৬৯	-২৩৭৭৮	-৩৩২৫০	-২৭৩৮৪	-২২৪৩২
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	৪৯২৪৫	৪৩৩৬৪	৪০৮১০
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৮২৪৯৫	৭০৭৪৮	৬৩২৪২
সেবা (নেট)	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০২০	-৩৯৫৫	-৩১৩১	-৩৮০৮
প্রাথমিক আয় (নেট)	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩০৭০	-৩১৭২	-৩১৫২	-৩৪০৭	-৪৮১৭
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮	৯৬০	৯০৯	৯৪২	১০৩০	১৫৪০
মাধ্যমিক আয় (নেট)	১৩২৯৯	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৮২	২৫৩৯৫	২১৭১৮	২২২৮৯	২৪৫৪৫
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	২১০৩২	২১৬১১	২৩৯১২
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-১৩৩১	-৯৫৬৭	-৪৪৯০	-৫৪৩৫	-৪৫৭৫	-১৮৬৩৯	-১১৬৩৩	-৬৫১২
মূলধনী হিসাব	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬	৪৫৮	১৮১	৪৭৫	৫৫৪
আর্থিক হিসাব	৪২৪৭	৯০১১	৫১৩০	৮৬৫৪	১৪০৬৭	১৩৭৭৫	৬৮৯০	৪৫৪৬
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (গ্রস)	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩	৩৩৮৭	৪৬৩৬	৪৪২৮	৪১৬০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-১৫৮	-৩০	-৬২
অন্যান্য বিনিয়োগ	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২৯৮১	১২১০৬	৫২৭১	২৯১১
ভুলভ্রান্তি	-১৪৭	-৬৩২	-৭০০	-৩০৬	-৬৭৬	-৬৯৭	-৩৯৫৪	-২৮৮৮
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৩১৬৯	-৮৫৭	১৭৯	৩১৬৯	৯২৭৪	-৫৩৮০	-৮২২২	-৪৩০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *এই শ্রেণি বিভাগ বিপিএম৬ অনুযায়ী করা হয়েছে **সংশোধিত ***সাময়িক

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে, জুন ২০২৪ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২৬,৮১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে জুন ২০২৩ শেষে এই রিজার্ভ এর পরিমাণ ছিল ৩১,২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হ্রাসের মূল কারণ ছিল বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা ও বড় ধরনের অস্থিরতা রোধে বৈদেশিক মুদ্রার নিট বিক্রয়। বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ ৪.৮ মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির (গ্রস) গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.২ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (গ্রস)

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০১৪	২১৫০৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯৪৩
৩০.০৬.২০১৯	৩২৭১৭
৩০.০৬.২০২০	৩৬০৩৭
৩০.০৬.২০২১	৪৬৩৯১
৩০.০৬.২০২২	৪১৮২৭
৩০.০৬.২০২৩	৩১২০৩
৩০.০৬.২০২৪	২৬৮১৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬:২. বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (গ্রস)

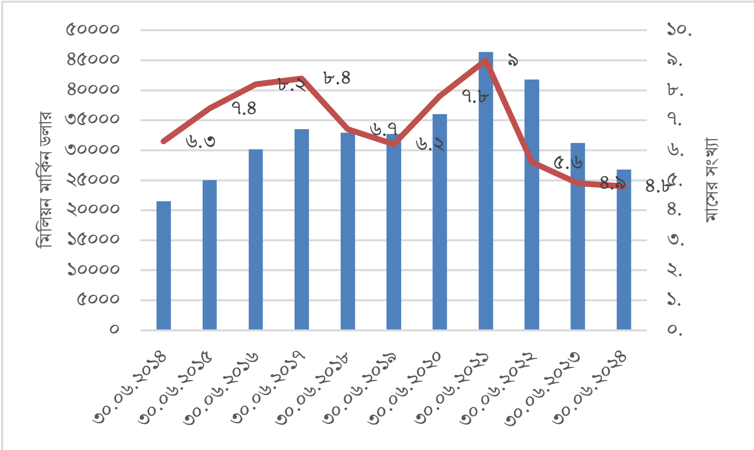

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারিত গড় বিনিময় হারে ২০২২-২৩ অর্থবছর এর তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ১১.৬৫ শতাংশ অবচিতি হয়। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান দাঁড়িয়েছে প্রতি মার্কিন ডলারে ১১১ টাকা, যা ৩০ জুন, ২০২৩-এ ছিল ৯৯.৪২ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (H2FY 2023-24) নীতি সুদের হার আরও ৭৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি, ইন্টারেস্ট রেট করিডোর (IRC) সংকুচিত করে +২০০ বেসিস পয়েন্ট থেকে +১৫০ বেসিস পয়েন্টে নামিয়ে আনা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডের ডিভলভমেন্টের (devolvement) প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ করা, currency swap ও রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (RFCD) অ্যাকাউন্টের প্রবর্তন, ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের গড় সুদহার (SMART) ভিত্তিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি বাতিল করা, অগ্রাধিকার খাতে স্বল্প মূল্যের ঋণ প্রদান (কৃষি, CMSME, আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প) এবং ক্রলিং পেগ (Crawling Peg) বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৯ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৯: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় ভারিত বিনিময় হার (টাকা)
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৭৮
২০২০-২১	৮৪.৮১
২০২১-২২	৮৬.৩৯
২০২২-২৩	৯৯.৪২
২০২৩-২৪	১১১.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬.৩: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

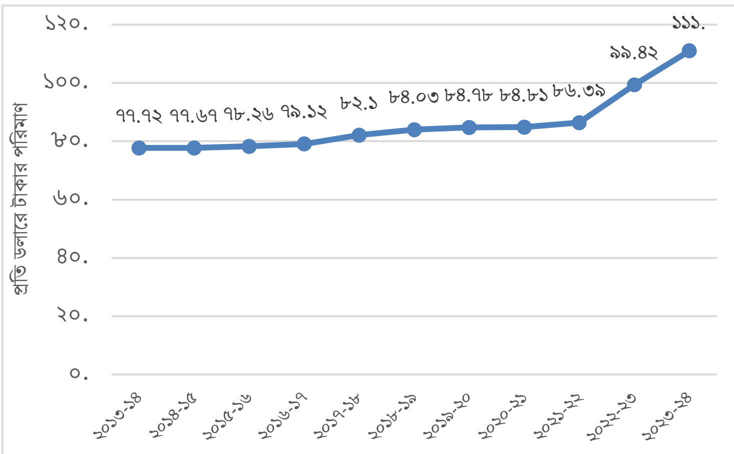

বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার অবচিতির হার বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের বেশিরভাগ মুদ্রার তুলনায় বেশি। ফলে, ১৮টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি (ভিত্তিবছর: ২০১৫-১৬=১০০) ব্যবহার করে গণনা করা প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৯.৫৩-তে নেমে এসেছে, যা আগের অর্থবছর ২০২২-২৩-এ ছিল ৯৯.৭৯। এটি নির্দেশ করে যে বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের মুদ্রার তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন বেশি। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের (REER) অবচিতির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। উচ্চ আমদানি ব্যয়, রেমিটেন্স প্রবাহের নিম্নগতি এবং শ্লথ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে টাকার ওপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া, বিশ্ব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং উন্নত অর্থনীতিগুলোর কঠোর মুদ্রানীতির কারণে capital outflow হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও জ্বালানি মূল্য অস্থিরতাও মুদ্রার মান ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তদুপরি, প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে, যার ফলে REER প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান হারিয়েছে। এই সম্মিলিত কারণগুলো ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিনিময় হার স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। টাকার বিনিময় হারের ওপর অবচিতির চাপ কমানোর জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে (সংযোজনী-৬.২)।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হল:

সারণি ৬.১০: ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৯-২০	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২০-২১	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২১-২২	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২২-২৩	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০২৩-২৪	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাস

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০২২-২৩ সালেও অব্যাহত রয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫.০৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৬৫ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (Advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে সুনির্দিষ্ট শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব লেখচিত্র ৬.৫ এ দেখানো হলো

লেখচিত্র ৬.৪: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্কহারের উপর সংস্কারের প্রভাব

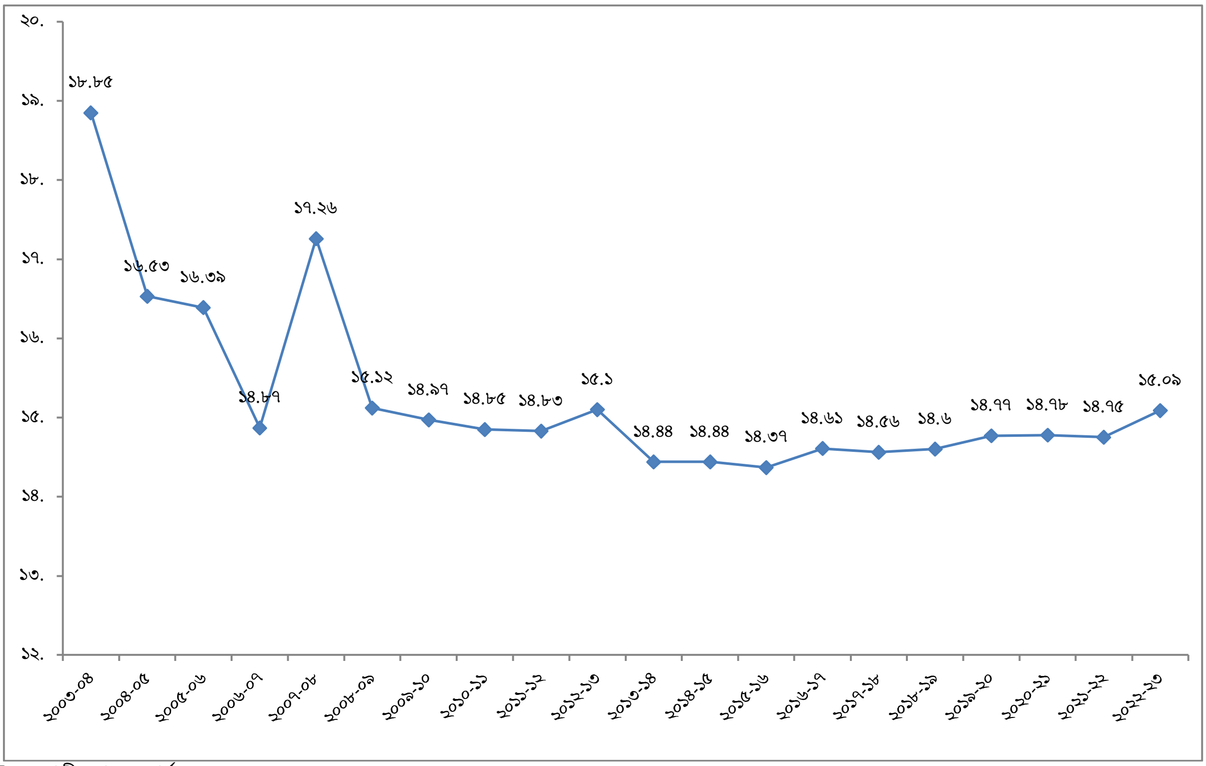

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/ দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA), আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত সংযোজনী ৬.৩, ৬.৪ এবং ৬.৫ এ দেয়া হলো।

সংযোজনী ৬.১
রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এরূপ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নগদ সহায়তা প্রদান: দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ০.৩০ শতাংশ হতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানি ক্ষেত্রে তার প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ: রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত' ও 'বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত' হিসেবে চিহ্নিতকরণ, 'বর্ষ-পণ্য' ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। 'পাদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য ২০১৭, 'কাঁচামালসহ ঔষধ' কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, 'কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০১৯, 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০', 'আইসিটি পণ্য ও সেবা' কে বর্ষপণ্য-২০২২, 'পাটজাত পণ্য'কে বর্ষপণ্য-২০২৩ এবং 'হস্তশিল্পকে' বর্ষপণ্য-২০২৪ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, "National API (Active Pharmaceutical Ingredients) and Laboratory Reagent (Laboratory Reagent) Production and Export Policy", "Gold Policy-2018 (Revised)-2021", Formulation of "Gold Refinery Establishment and Management System" and roadmap of "Agriculture and Agro-Processing Sector" প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের পরিসর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ: পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ সালে এরূপ ২৫টি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪২টি বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ছিল। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করা এবং জাতীয় রপ্তানিকারকদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ২০১৪ সালে ১৬৪ জন, ২০১৫ সালে ১৭৮ জন, ২০১৬ সালে ১৭৮ জন, ২০১৭ সালে ১৮২ জন, ২০১৮ সালে ১৭৬ জন, ২০২১ সালে ১৮০ জন এবং ২০২২ সালে ১৮৪ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের সিআইপি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ সাল থেকে অসামান্য অবদানের জন্য রপ্তানিকারকদের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৯৯ জন রপ্তানিকারক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়েছেন। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাণিজ্যিক উইং স্থাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং রপ্তানি প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নাই সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রোণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বাণিজ্যিক বিষয়াবলি দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানানোসহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ২১টি দেশে মোট ২৪টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে।

তৈরি পোশাক শিল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বেশীর ভাগ অংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৩৬,১৫১.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ওভেন গার্মেন্টস থেকে রপ্তানি আয় ছিল ১৬,৮৬৯.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং নিট গার্মেন্টস থেকে আয় ছিল ১৯,২৮২.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই খাত নারীর ক্ষমতয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তদুপরি, পোশাক শিল্পের কল্যাণে ব্যাংকিং, বীমা, আইটি, পরিবহন, পর্যটনসহ বিভিন্ন সহায়ক সেবা খাতের উন্নয়ন ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর, দেশের তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, রপ্তানি তালিকায় নতুন পণ্য সংযোজন এবং নতুন গন্তব্য সন্ধানের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীরা সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। তৈরি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য প্রণীত শ্রম অধিকার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং আইএলও-এর জন্য প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এই কার্যক্রমে ব্যবসায়ী, স্টেকহোল্ডার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সংযোজনী ৬.২

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- **বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানি মূল্য পরিশোধের সুযোগ প্রদান-** নিজস্ব শিল্পে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে ৩৬০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় ঋণপত্র স্থাপনের প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে যার ফলে শিল্প উৎপাদনে মেশিনারি ও কাঁচামাল সংগ্রহে সহজ অর্থায়ন সম্ভবপর হবে।
- **বৈদেশিক মুদ্রায় সুদের হার নির্ধারণের মানদন্ড/বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ-** বৈদেশিক মুদ্রায় সুদের হার নির্ধারণের মানদন্ড/বেঞ্চমার্ক হিসেবে বিশ্বব্যাপী LIBOR ব্যবস্থা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের সুদের হার নির্ধারণে বেঞ্চমার্ক রেট হিসাবে SOFR প্রবর্তন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বানিজ্য অর্থায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এর বর্তমান গতিবিধি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বানিজ্যে স্বল্প মেয়াদী অর্থায়ন গ্রহণের সমুদয় খরচের (All-in-cost) সর্বোচ্চ সীমা ৪.০০% over benchmark rate নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য আমদানিকরণ-** নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য বাজারে সরবরাহ সুসংহত রাখার লক্ষ্যে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় (খাদ্যপণ্য, ভোজ্যতেল, ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, চিনি এবং খেজুর) ৯০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় স্থাপিত ঋণপত্রের মাধ্যমে দেশে আনয়নের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- **রপ্তানি আয় হতে সংরক্ষিত Exporters' Retention Quota (ERQ) একাউন্টের এর ধারণ সীমা সংশোধন-** রপ্তানি আয় হতে সংরক্ষিত ইআরকিউ এর ধারণ সীমা পুনরায় সংশোধন করে ১৫ শতাংশ, ৬০ শতাংশ এবং ৭০ শতাংশ থেকে যথাক্রমে ৭.৫০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ এবং ৩৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে।
- **Settlement of import liabilities out of export proceeds**- জিএফইটি-২০১৮, অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-৪২(১) এর আওতায় জারিকৃত এ নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানিকারকদের মূল্য সংযোজনের সংরক্ষিত তহবিল শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের দায় নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার করা যাবে এবং উক্ত তহবিল অপর ব্যাংকে স্থানান্তরযোগ্য হবে না। অব্যবহৃত তহবিল ব্যাংক অবশ্যই ৩০ দিনের পর বাধ্যতামূলকভাবে টাকায় রূপান্তর করবে।
- **Realization of export proceeds**- বিলম্বিত রপ্তানি আয় প্রচলিত বিনিময় হারে নগদায়নের অনুমতি দেওয়া হয়, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- **অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিধিবিধান শিথিলিকরণ-** অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে CRR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। একই সাথে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হতে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে নির্দিষ্ট হারের পরিবর্তে অবাধে ফান্ড স্থানান্তরেরও সুযোগ প্রদান করা হয়।
- **দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত অফশোর ব্যাংকিং অপারেশন এ নিবাসী বাংলাদেশী এবং অন্যান্যদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলার সুযোগ প্রদান-** বিদেশী নাগরিক, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনার পাশাপাশি নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তি এবং ইপিজেড, পিইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কসমূহ ও অন্যান্য অনুমোদিত বিশেষায়িত অঞ্চলে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে কোনো অনিবাসীর পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাব শিরোনামে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করা হয়। যে কোনো অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় এই হিসাব পরিচালনা করা যাবে। এ হিসাবের আমানতের বিপরীতে মুদ্রাভেদে রেফারেন্স রেটের অতিরিক্ত ১.৫% হতে ৩.২৫% পর্যন্ত সুদ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিশোধ ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে উক্ত হিসাবের স্থিতি অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে স্থানান্তরেরও বিধান রাখা হয়েছে।

সংযোজনী ৬.৩

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/ দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

ক. অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি:

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ভুটানকে ১৬টি পণ্যে ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ (সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি) এর ওপর ১০০% মার্জিন অব প্রেফেরেন্স MoP প্রদান করবে। অন্যদিকে ভুটান বাংলাদেশকে ১০টি পণ্যে ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ এর ওপর ১০০% MoP প্রদান করবে। উপরন্তু, ভুটানের যে ১৮টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ইতোমধ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে ৯০টি পণ্য ভুটানের বাজারে ইতোমধ্যে শুল্কমুক সুবিধা পাচ্ছে, সে সকল পণ্য কাস্টমস পয়েন্টে আদায়কৃত আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য করসমূহ বা চার্জসমূহ প্রদান করা হতে বিশেষ অব্যাহতি পাবে, যে সুবিধা এ চুক্তির পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল। শ্রীলংকার সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আলোচনা শুরু রয়েছে।

খ. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA):

ইন্দোনেশিয়ার সম্মানিত রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের সময় ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BI-PTA) নিয়ে আলোচনার আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য একটি Joint Ministerial Statement স্বাক্ষরিত হয়। এর পর উভয় দেশ BI-PTA নিয়ে আলোচনা শুরু করে। বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটি (TNC) ইতোমধ্যে চার দফা আলোচনা সম্পন্ন করেছে, যেখানে BI-PTA চুক্তির খসড়া, Rules of Origin, কার্যকরী সার্টিফিকেশন পদ্ধতি এবং শুল্ক হ্রাস/বাতিলের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চম দফার TNC বৈঠক শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।

গ. বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA):

অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠণ করেছে। দুই দেশ ইতোমধ্যে তিন দফা আলোচনা সম্পন্ন করেছে। চতুর্থ দফার TNC বৈঠক শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে PTA-এর চুক্তির খসড়া এবং Rules of Origin চূড়ান্ত করা হতে পারে।

ঘ. বাংলাদেশ ও নেপালের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA):

বাংলাদেশ ও নেপাল অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠন করেছে। উভয় দেশ ইতোমধ্যে তিন দফা TNC বৈঠক সম্পন্ন করেছে এবং সংশোধিত Request/Officer তালিকা বিনিময় করেছে। চতুর্থ দফার TNC বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, যেখানে PTA-এর চুক্তির খসড়া, Rules of Origin এবং Request/Officer তালিকা চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

ঙ. বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA):

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। উভয় দেশ ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটি (TNC) গঠন করেছে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আলোচনা শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ মালয়েশিয়াকে FTA আলোচনাগুলি পুনরায় শুরু করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছে। যদি মালয়েশিয়া থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশ FTA আলোচনার জন্য প্রস্তুত।

চ. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA):

সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে রপ্তানি হয়েছে ১৬৩.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পণ্য, আর সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে ২,৪৯৪.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পণ্য । বাংলাদেশে প্রধান বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) উৎসগুলোর মধ্যে একটি সিঙ্গাপুর। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। উভয় দেশ পারস্পরিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা, বিশেষ করে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা অন্বেষণের জন্য Joint Working Groups (JWG) গঠন করেছে। এ পর্যন্ত তিনটি JWG বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে FTA স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে। ৪র্থ JWG বৈঠক ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

ছ. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA):

বাংলাদেশ ও চীন অক্টোবর ২০১৬ সালে বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে। এই MoU-এর শর্ত অনুযায়ী, একটি Joint Working Groups (JWG) গঠন করা হয়। প্রথম JWG বৈঠক ২০-২১ জুন ২০১৮ তারিখে বেইজিং, চীনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যপরিধি (Terms of Reference) এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে, ২য় JWG বৈঠক ২৭ জুন ২০২৪ সালে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

জ. বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA):

জাপান বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩,১১৫.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে, বাংলাদেশ জাপান থেকে ১,৮০০.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে এবং ১,৩১৪.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে 'বাংলাদেশ-জাপান শিল্প উন্নয়ন অংশীদারিত্ব' বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক ২৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এরপর, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি Joint Study Group (JSG) গঠন করা হয়। JSG তিনটি বৈঠক সম্পন্ন করে এবং একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যেখানে ১৭টি খাতকে EPA আলোচনার জন্য চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ-জাপান EPA-এর প্রথম দফার আলোচনা ১৯-২৩ মে ২০২৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় উভয় পক্ষ চিহ্নিত ১৭টি খাত নিয়ে মতবিনিময় করে। বাংলাদেশ-জাপান EPA-এর দ্বিতীয় দফার আলোচনা ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ঝ. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)/অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA):

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১,৩৯৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৮৯৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করেছে এবং ৪৯৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA) স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য একটি Framework প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করতেও সম্মত হয়েছে।

ঞ. ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদন:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত হয় যা কিছুটা সংশোধন/পরিমার্জনের পর ২০১৫ সালে নবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হিসেবে SAFTA এবং APTA এর আওতায় ভারতীয় বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার ভোগ করে, যা তামাক ও অ্যালকোহল ব্যতীত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠকে, বাণিজ্য পণ্য, পরিষেবা ও বিনিয়োগসহ বহুমাত্রিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে CEPA আলোচনার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য তথ্য বিনিময় হয়েছে, যা এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করার প্রস্তুতির একটা অংশ।

সংযোজনী ৬.৪

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

ক. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (SAFTA)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) কার্যকর হয়। SAFTA-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সর্বশেষ, সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৯৮৭টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩টি। ২০১৫ সালের ৪ঠা জুলাই ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্কের এক বিশেষ বৈঠকে, আফগানিস্তান ২০৩০ সালের মধ্যে সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা ২৩৫টিতে কমানোর প্রস্তাব করে, এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাকিস্তান, ভারত, ভুটান এবং মালদ্বীপ মধ্য ২০২০ সালের মধ্যে তালিকা ১০০টিতে নামিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়। বর্তমানে, সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা কমানোর জন্য তৃতীয় পর্যায়ের Trade Liberalisation কর্মসূচির আওতায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এটি লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশ SAFTA'র অধীনে বাণিজ্যের দিক থেকে ভারতের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। প্রতিটি সার্ক দেশ তাদের প্যারাট্যারিফ বাধাগুলো দূর করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি আলোচনা করছে, যাতে ধাপে ধাপে এই বাধাগুলো হ্রাস বা মুছে ফেলা যায়। এই বাধাগুলো দূর হলে এবং তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হলে এই অঞ্চলের বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে।

(খ) এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA):

১৯৭৫ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম প্রাধিকারমূলক (preferential) বাণিজ্য চুক্তি 'Bangkok Agreement' স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে Bangkok Agreement পুনর্গঠন করে 'Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬টি দেশ, যথা: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা এবং লাওস। বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। APTA-এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে যা এখনো কার্যকর আছে। ইতোমধ্যে APTA-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে যা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশনের আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য সংখ্যা ৪,৬৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৭৭-এ উন্নীত হবে, যা বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং SDG অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে APTA-এর সদস্য দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য অধিকতর শুল্ক সুবিধা এবং market access পাবে যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে। ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও APTA-এর আওতায় Trade Facilitation, Investment Protection এবং Liberalization of Trade in Services বিষয়ে ৩টি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের সাথে সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

(গ) রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (RCEP):

রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (RCEP) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য সর্বশেষ বহুপাক্ষিক উদ্যোগ। এটি একটি comprehensive Free Trade Agreement (FTA), যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা (ASEAN)-এর ১০টি সদস্য রাষ্ট্র—ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম—এবং তাদের পাঁচটি মুক্ত বাণিজ্য অংশীদার—অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (RCEP)-এ যোগদানের

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রাথমিক সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে বৈঠক ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে RCEP চুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে। বর্তমানে, বাংলাদেশ এই চুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

(ঘ) ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশন (EEC)

বাংলাদেশ ও ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশন (EEC) পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের মে মাসে একটি সহযোগিতা স্মারক (MoC) স্বাক্ষর করে। MoC অনুযায়ী, একটি Joint Working Group (JWG) গঠিত হয়। Joint Working Group (JWG) এর প্রথম বৈঠক ৩০ নভেম্বর - ১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে JWG-এর কার্যপরিধি (ToR) চূড়ান্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ ও ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশনের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনা হয়। Joint Working Group (JWG) এর ২য় বৈঠক ২০২৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ঢাকয় অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষই একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(ঙ) বে অফ বেঙ্গাল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC):

বে অব বেঙ্গাল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০৪ সালে BIMSTEC Trade Negotiating Committee (TNC) গঠিত হয়। বিমসটেকের "রুলস অব অরিজিন" (Rules of Origin) সংক্রান্ত ২০তম ওয়ার্কিং গ্রুপ (WG-ROO) এর বৈঠক ১০-১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভার্চুয়ালি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে "Rules for Determination of Origin of Goods" এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হালনাগাদ করা হয়। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খাতের নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো সম্পন্ন করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য বিমসটেক সম্মেলনের পর বাংলাদেশকে সংস্থাটির চেয়ারম্যানশিপ হস্তান্তর করা হবে।

(চ) ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC):

ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত COMCEC এর ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০২ সালে ১০টি OIC ভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর Framework Agreement কার্যকর হয়। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ২টি চুক্তি-The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবং Rules of Origin (RoO) চূড়ান্ত হয়। উক্ত ৩টি চুক্তিতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। PRETAS এর উদ্দেশ্য হলো এ কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত পণ্যসমূহের শুল্ক হ্রাসকরণ, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ । স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুল্ক হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসি-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্যতালিকা ওআইসি সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC কার্যকর হয়েছে এবং বর্তমানে TPS-OIC কার্যকরকারি দেশের সংখ্যা মোট ১৩টি, যথাক্রমে বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান এবং কাতার। TPS-OIC কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

(ছ) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA):

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারপ্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-8 (D-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬টি পণ্যের একটি পণ্য তালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫২-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৪টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।